তারিখ ... 14 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬ কলাম...৪...

সংবাদ

কালীগঞ্জ থেকে অপহৃত দুই কলেজ ছাত্রের লাশ যশোরে উদ্ধার

যশোর অফিস

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া দুই কলেজ ছাত্র আবুজর গিফারির ও শামীম মাহমুদের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে যশোরে। বুধবার সকালে পুলিশ যশোর সদর উপজেলার হৈবতপুর ইউনিয়নের বহরামপুর সার্বজনিন শ্মশান ঘাট থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করে। বুধবার সকালে স্থানীরা মন্দিরে পূজা করতে এসে পুকুরে লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ নিহতদের পরিবারের লোকজন সেখানে গিয়ে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করে।

২৫ মার্চ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহর থেকে সাদা পোশাকের ডিবি পুলিশ পরিচয়ে সাদা পোশাকের লোক শামীম মাহমুদ এবং ১৮ মার্চ আবুজর গিফারি নামে দু'জনকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তারা নিখোঁজ ছিল। ছেলের খোঁজে উভয় পরিবারের সদস্যরা থানায় জিডি ও সংবাদ সম্মেলন করে।

নিখোঁজ শামীম কালীগঞ্জ পৌরসভাধীন বাকুলিয়া গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে এবং ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অনার্স ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এছাড়া নিখোঁজ আবুজর গিফারি যশোর এমএম কলেজের বাংলায় অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র ও কালীগঞ্জ ছাত্রের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

ছাত্রের : লাশ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পৌর এলাকার চাপালী গ্রামের নূর ইসলামের ছেলে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, আমি শুনেছি দু'জনের লাশ পাওয়া গেছে। তবে ঘটনাস্থল যশোরের মধ্যে হওয়ায় বিস্তারিত জানতে পারিনি।

নিখোঁজ শামীম মাহমুদের বাবা রুহুল আমিন জানান, বিকেলে সে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু যশোর-ঢাকা মহাসড়কের মাহতাব উদ্দীন ডিগ্রি কলেজের পাশ থেকে অপরিচিত ৪ জন লোক তাকে তুলে নিয়ে গেছে। প্রশাসনের সব দফতরে খোঁজ করেছি কিন্তু আমার ছেলের কোন সন্ধান পায়নি।

নিখোঁজ আবুজর গিফারির বাবা নূর ইসলাম বলেন, তার একমাত্র পুত্র আবুজর গিফারি যশোর এমএম কলেজের বাংলায় অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র। গত ১৮ মার্চ শুক্রবার গ্রামের মসজিদে জুমার নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুটি মোটরসাইকেলে ৪ জন ব্যক্তি গিফারির পথরোধ করে।